নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৫, পৃ: ১০৩-১১৩
©২০০০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি': একটি পর্যালোচনা

জহির আহমেদ*
মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান*

১. ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞানে 'দারিদ্র্য' একটি বিতর্কিত প্রত্যয়। উন্নয়নের উত্তর-আধুনিক (post-modernist) উত্তর-কাঠামোবাদী (post-structuralist) সমালোচকেরা দারিদ্র্যকে একটি মূল্যবোধ আরোপিত বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন (Escobar 1995, Ferguson 1994, Sachs 1992)। তাদের মতে, 'দারিদ্র্য' লেবেলিং এর মাধ্যমে 'তৃতীয়' বিশ্বের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে 'পশ্চাৎপদ' 'অনুন্নত' নামক কতক অভিধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। সেই সূত্রে পাশ্চাত্যের জীবন ধারাকে 'উন্নত' 'আধুনিক' 'সভ্য' হিসেবে মনে করা হয়। এর বিপরীতে অপাশ্চাত্য সমাজে ঐ সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর 'অভাববোধ' এবং 'অপ্রতুলতার' কারণকে দরিদ্রতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সে হিসেবে দারিদ্র্য প্রত্যয়টি একটি অতিকথন, একটি নির্মিতি এবং বিশেষ সভ্যতার উদ্ভাবন সেই সুবাদে দারিদ্র্য আলোচনায় উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে আমরা একমত। তবে প্রবন্ধের পরিসর এবং উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে আমরা দারিদ্র্যের উত্তর-আধুনিক সমালোচনা অস্কার লুইসের 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রয়োগ করব না। আলোচ্য প্রবন্ধে দারিদ্র্য প্রত্যয়ের যৌক্তিকতা, কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) সমস্যা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা অস্কার লুইসের দারিদ্র্যের সংস্কৃতি (culture of poverty) প্রত্যয়টির একটি পর্যালোচনা করবো এ কারণে যে বর্তমানে এই প্রত্যয়ের আলোকে অনেক নগর নৃবিজ্ঞানী তাদের গবেষণা কর্ম পরিচালনা করছেন। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে লুইস প্রদত্ত 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' প্রত্যয়টির আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে এ সম্পর্কিত উত্থাপিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে যা নৃবিজ্ঞান তথা নগর দারিদ্র্য অধ্যয়নে আগ্রহী পাঠকের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২.১. দারিদ্র্যের সংস্কৃতি

পঞ্চাশের দশকে মার্কিন সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৬০ সালে 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শ্লোগান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দারিদ্র্যের

* শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। বস্তুত এ সময়ে যে কজন সমাজ চিন্তাবিদদের চিন্তা চেতনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি নির্ধারণে সহায়তা করে তাদের মধ্যে নৃজ্ঞানী অস্কার লুইস অন্যতম ছিলেন। দারিদ্র্য নির্মূল করণে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দুটো পথ খোলা ছিলঃ হয় বিরাজমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা যা বেকারত্বের সৃষ্টি করছে নতুবা দরিদ্রের মূল্যবোধকে উৎপাটন করা যা প্রজন্মভিত্তিক বিশিষ্টতালাভ করে সমাজের উর্দ্ধগতিশীলতাকে স্থবির করে দেয়।

এতদুদ্দেশ্যে 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে জনগনের আচার আচরণ পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষা সংস্কার কমিউনিটি ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বস্তুতঃ এ লক্ষেই পরিচালিত হয়। একটি মনস্তাত্তিক তথা সমাজকর্ম ভিত্তিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিষেধকটি 'অনুন্নত' বিশ্বেও পরবর্তীতে অনুসৃত হয়। অসকার লুইসই সর্বপ্রথম আধুনিক সমাজের একটি উপসংস্কৃতি হিসেবে 'দারিদ্রের সংস্কৃতি' প্রত্যয়টির অবতারণা করেন। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর পাঁচ পরিবার' গ্রন্থে এ প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে 'সানচেজের সন্তান' (১৯৬১) এবং লা ভিডা (১৯৬৬), গ্রন্থ দ্বয়ে প্রত্যয়টি কে আরো বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত "Scientific American" নিবন্ধেও 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' প্রাধান্য পায়।

দারিদ্র্যের সংস্কৃতি প্রত্যয়টির মাধ্যমে অসকার লুইস দারিদ্র্যকে কেবল অর্থনৈতিক প্রবঞ্চনার আলোকেই বিচার করেননি বরং এর সাথে তিনি ব্যক্তির আচরণগত প্রলক্ষণ সমূহকেও সন্নিবেশিত করেছেন। নির্দিষ্ট সমাজের মূল সাংস্কৃতিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শহর অথবা গ্রামের জনগণ যে প্রক্রিয়ায় তাদের পারিবারিক বৃত্তাবস্থায় হতাশাগ্রস্থ ও অদৃষ্টবাদী চিন্তা ভাবনার কাছে নিজেদের সঁপে দেয়, তাকেই লুইস দারিদ্রের সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছেন। লুইস 'দারিদ্র্যকে' উপসংস্কৃতি হিসেবে দেখতে আগ্রহী। সাদামাটা ভাবে, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে প্রাধান্যকারী সংস্কৃতির মর্মবস্তু থেকে পৃথক ধরনের সংস্কৃতিকে নৃবিজ্ঞানে উপসংস্কৃতি বলা হয়। যে কোন জনগোষ্ঠী একটি অভিন্ন ভাবনার মধ্যে অবস্থান করেও স্বতন্ত্র মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এক কথায় সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতিকে আমরা উপসংস্কৃতি বলে উল্লেখ করতে পারি।

দারিদ্র্যের সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় শুরুতেই লুইস দারিদ্র্যের প্রকৃতি নিরুপনে সচেষ্ট হন। তিনি সাহিত্যে, প্রবাদ, লোকগাঁথার প্রসঙ্গ টেনে দরিদ্রদের দুটো বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেন। যেখানে ঐতিহাসিক ভাবে, গরীব জনগনকে কোথায়ও সৎ, স্বাধীন, দয়ালু ইত্যাদি হিসেবে সনাক্ত করা হয়। অন্যদিকে, কোথাও বা গরীবকে কেউ কেউ শঠ, ভয় উদ্রেককারী , অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে (Lewis 1988). দরিদ্রতার বিরুদ্ধে জেহাদ কর্মসূচীতে এই দুই ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রে কেউ কেউ দরিদ্রদের মধ্যে বিদ্যমান ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন-আত্ম- নির্ভরশীলতা, নেতৃত্ব ও সম্প্রদায় গত চেতনার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন।

আবার কেউ কেউ দরিদ্রদের মধ্যে বিরাজমান নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কারনে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং তাই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরাসরি তদারকী ও মধ্যবিত্তের কর্তৃত্বের প্রসংগ উপস্থাপন করেন। বস্তুত দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল নির্ধারণে সৃষ্ট এই সংকট বিবেচনা রেখেই লুইস নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের সংস্কৃতির প্রত্যয় দুটোর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেন এবং দারিদ্র্যের সংস্কৃতির একটি সার্বজনীন মডেল প্রদানের প্রয়াস চালান। যদি ও অপর্যাপ্ত তথ্যের জন্য মডেলটি পরিমার্জনা ও পরিবর্ধনের দাবী রাখে বলে তিনি মনে করেন।

লুইস বলেন আধুনিক রাষ্ট্রে দারিদ্র্যের সংস্কৃতি কোন অর্থনৈতিক প্রবঞ্চনা বা কোন অসামঞ্জস্যতা বা কোন কিছুর অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট নয়। বরং দারিদ্রের সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি জীবন প্রনালী যা পারিবারিক জীবনে প্রজন্মভিত্তিক পরিবাহিত হয়। তবে, নিম্নোক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দারিদ্র্যের সংস্কৃতি প্রকটভাবে দেখা যেতে পারে। আর তা হলো:

১। মুদ্রা অর্থনীতি, মজুরীশ্রম এবং মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন।
২। দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব ও বেকারত্ব।
৩। নিম্নমজুরী।
৪। সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের ব্যর্থতা।
৫। দ্বিপার্শ্বিক জ্ঞাতি ব্যবস্থার উপস্থিতি।
৬। প্রাধান্যকারী শ্রেনীর মূল্যবোধ যাদের মধ্যে সম্পদ ও সম্পত্তি কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা রয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবন যাত্রায় এমন বিশেষত্বের জন্ম দেয় যা তারা সহজে ছাড়তে পারে না।

আধুনিক পুঁজিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে নিঃস্ব জনগণের প্রান্তিকতাকে বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাদের অভিযোজন ও প্রতিক্রিয়ার ফল হিসাবে দেখা যেতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রে পুর্ণ বিকাশিত সংগঠন গুলোর সাথে দরিদ্র জনগণ নিজেদের খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং নিজেদের সৃষ্টি করা সংগঠনে ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমন: ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরিবর্তে তারা নিজস্ব সম্প্রদায়ে অধিকতর উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ করছে। লুইসের মতে, এই বিশেষত্বগুলো নিঃস্ব সংস্কৃতিতে বদ্ধমূল হয়ে গেলে তা বংশ পরম্পরায় দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। কারণ এর প্রভাব সন্তানদের মধ্যে ও পড়তে বাধ্য।

বস্তিবাসীর ছয়/সাত বছরের ছেলে মেয়েরা উপসংস্কৃতির মূল্যবোধ আত্মস্থকরনের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠতে থাকে। সেজন্য মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তারা পরিবর্তিত উন্নত অবস্থার সাথে নিজকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়। দারিদ্র্যের সংস্কৃতি স্তরবিন্যস্ত সমাজ অর্থনীতি বা সামান্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরনের সময় সৃষ্ট হতে পারে।

২.২ বৃহত্তর সমাজের সাথে দারিদ্রের সংস্কৃতির সম্পর্ক

বৃহত্তর সমাজের মুখ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কার্যকর ও সংহতিমূলক অংশগ্রহনের অনুপুস্থিতি 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতির' গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দিক থেকে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যথা-সম্পদের অভাব, নিঃসঙ্গ করণ, ও পক্ষ-পাতিমূলক, ভীতি, অবিশ্বাস, নিরানন্দ, সমস্যা সমাধানে স্থানিক নির্ভরতা ইত্যাদি। তবে ক্ষুদ্রাকারে বৃহত্তর সমাজের প্রতিষ্ঠানে দরিদ্রদের অংশগ্রহন লক্ষ্য করা যায়। যেমন: রিলিফ এবং সেনাবাহিনীতে, তবে এ গুলোতে অংশগ্রহন দারিদ্রের সংস্কৃতিকে কোন ভাবেই নির্মূল করতে পারে না। লুইসের মতে রিলিফ ব্যবস্থা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে সত্যি কিন্তু এই ব্যবস্থা দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে স্থিতির পঙ্কে নিমজ্জিত করে দেয়, কোনভাবেই দারিদ্র্য বিমোচন এতে সম্ভব হয় না।

স্বল্প মজুরী, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, স্বল্প আয়, সম্পদহীনতা, সঞ্চয়ের অনুপস্থিতি, খাদ্য মজুতের অভাব ক্রমবর্ধমান খাদ্যের স্বল্পতাকে পরিপুষ্ট করে। এ ধরনের অবস্থা বৃহদাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দরিদ্রের অংশগ্রহণের সুযোগকে নস্যাৎ করে দেয় বলে লুইস মনে করেন। ফলশ্রুতিতে দরিদ্রের সংস্কৃতির এই অবস্থায় দরিদ্র জনগণ উচ্চ সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহন করে এবং এভাবে প্রতিবেশীর ঋণের কবলে পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত পুরাতন আসবাবপত্র এবং পোশাক ক্রয় করে এবং প্রতি দিনে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অল্প অল্প করে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে।

দারিদ্র্যের সংস্কৃতির এ পর্যায়ে সম্পদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব যেমন দেখা দেয় তেমনি জাতীয় কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ ও রুদ্ধ হয়ে যায়। এরা হাসপাতাল ও ব্যাংক নেটওয়ার্কের আওতাধীন হতে চায় না। প্রাধান্যকারী শ্রেণীর মৌল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্যণীয়। যেমন, পুলিশকে ঘৃণা করা, সরকার ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে অবিশ্বাস পোষণ করে এমন কি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও নিন্দা করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না।

দারিদ্র্যের সংস্কৃতির জনগণ মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা ধারণ করে বলেও দাবী করে কিন্তু কার্যতঃ তারা যা বলে তা করে না। যেমন তারা এটা বলতে পারে যে, বিয়ে ধর্মীয়ভাবে বা আইনগতভাবে বা যুগপৎভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটিকে বাস্তবে করতে চায় না। পুরুষরা বিয়ে বিচ্ছেদের আইনগত জটিলতা এড়ানোর জন্য আইনের মাধ্যমে বিয়ে থেকে দূরে থাকে। এরা বর্তমান কেন্দ্রিক চিন্তনে পুষ্ট থাকে। অন্যদিকে মহিলার আইনগত বিয়েতে আপত্তি দেখায় কারন বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তান প্রাপ্তিতে তাদের আইনগত জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়।

২. ৩. দরিদ্র সংস্কৃতিতে বিরাজমান দরিদ্রের প্রকৃতি

স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্রের সংস্কৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জীর্ণ শীর্ণ আবাসস্থল, জনবহুল, অস্বাস্থ্যকর ইত্যাদি লক্ষন গুলো নিত্যসংঙ্গী। এছাড়া একক ও যৌথ পারিবারিক কাঠামোর বাইরে ক্ষুদ্র পরিষরে হলেও প্রতিবেশীদের মধ্যে সংগঠনের ধারনা দেখা যায় যেটি আবার তথাকথিত আদিম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের চাইতে দুর্বল। দারিদ্র্য সংস্কৃতিতে বিদ্যমান পরিবারগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পরিবারগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শৈশবকাল অনুপস্থিত, অল্প বয়সে যৌন উদগমন, মাতৃকেন্দ্রিক পারিবারিক ধারা, গোপনীয়তার অভাব, ভাইবোনের দ্বন্দ্ব, স্বল্প সম্পদের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি এবং দারিদ্র্যের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা লুইস উল্লেখ করেন যেমন: অসহায়ত্ব, প্রান্তিকতা, অধঃস্তনতা বোধ, নিজস্ব আবেগ দমনের অভাব, বর্তমান সময়ভিত্তিক চিন্তাভাবনা ইত্যাদি।

লুইসের মতে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে দরিদ্ররা এক অভিন্ন দারিদ্র্যের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেই বাস করে। এ অবস্থা থেকে নিস্কৃতির উপায় সম্পর্কে লুইস এর বক্তব্যও সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, নিস্কৃতির উপায় হলো এমন একটি আন্দোলন যা গরীবদের সংগঠিত করে তাদেরকে আশার আলো দেখায়, বৃহত্তর দল সমূহের সাথে তাদের একাত্মতা বৃদ্ধি করে এবং সেভাবে দারিদ্যের সংস্কৃতির মনস্তাত্বিক ও সামাজিক মূল্যকে কার্যকরভাবে ধ্বংস করে। লুইসের মতে, ইতিহাস সম্পর্কে দরিদ্রদের ধারনা কম। তারা জানে শুধু নিজের যন্ত্রনা, নিজের স্থানীয় সমস্যা, এমনকি নিজস্ব জীবনবোধ। তারা অন্যের সাথে নিজকে মিলিয়ে দেখতে অক্ষম। তাই লুইসের মতে তারা শ্রেণীগতভাবে অসচেতন।

দরিদ্ররা যে মুহূর্তে শ্রেণী সচেতন হবে, শ্রমিক সংগঠনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে, এবং তাদের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম নেবে তখনই দারিদ্র্যের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লোপ পাবে যদিও তারা দরিদ্র হিসেবেই বিবেচিত থাকেবে। কারন দরিদ্রতায় অবস্থান করেও দারিদ্রের সংস্কৃতির উপস্থিতি নাও থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে লুইস কয়েকটি উদাহরণ দেখান। যেমন-ভারতের বর্ণ ব্যবস্থায় (চামার, মুচি, মেথর) লোকজন গরীব হলেও তাদের মধ্যে দারিদ্রের সংস্কৃতি চোখে পড়ে না কেননা তাদের মধ্যে বিদ্যমান পঞ্চায়েত নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেমে এরা বৃহত্তর সমাজের সাথে যুক্ত এবং এক ধরনের ক্ষমতার চর্চার সাথেও যুক্ত, গরীবদের মাঝে হিন্দুদের এই বর্ণ ব্যবস্থা এবং ক্ল্যানের অস্তিস্তের কারণে গরীবদের নিজেদের মধ্যে আত্ম-পরিচয় বোধও একই সাথে একাত্মতার বোধ ক্রিয়াশীল থাকে। কিউবার উদাহারণ দিয়ে লুইস বলতে চান যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে দারিদ্র্যের সংস্কৃতি দেখা যায় না। তিনি কিউবার দুটো স্থানে গরীবদের অবস্থার সাথে বিপ্লোবোত্তর কিউবার ঐ একই গরীবদের মধ্যে ভিন্ন ধর্মী বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলতে চান যে বিপ্লোবোত্তর

কিউবায় গরীবদের মাঝে সরকার কতৃক প্রদত্ত অস্ত্র, ও নানা ধরনের কমিটি গঠন, গরীবদের মাঝে একধরনের ক্ষমতা কতৃত্ব ও গুরুত্বের ধারণা জন্ম দিয়েছে যে গুলো দারিদ্র্য সংস্কৃতিতে বিদ্যমান দরিদ্রদের মধ্যে চোখে পড়ে না। তিনি রাষ্ট্রভেদে দরিদ্রের সংস্কৃতির ভিন্নতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখান যে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান দরিদ্রদের এবং ইকুয়েডর ও পেরুর দরিদ্রদের মধ্যে দারিদ্র্যের সংস্কৃতির ভিন্নতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রসরমান প্রযুক্তি, শিক্ষার হার, গণমাধ্যমের বিকাশ, জনগণের অগ্রসর মানসিকতা ও গণতন্ত্রকে পার্থক্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

৩.১ সমালোচনা

সমাজের নিগৃহীত জনগনের 'সমস্যা' সমাধানের তাগিদ থেকে লুইসের গবেষণাটি পরিচালিত হয় (Gardner and Lewis 1996; 1994)। এক্ষেত্রে লুইস নিজেকে যুগপৎভাবে "a student & a spokes man" হিসেবে দেখতে আগ্রহী এ কারণে যে গরীবরা (এটা ধরেই নেয়া হয়েছে) নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে কথা বলতে অসমর্থ। লুইসের এই Advocacy ভূমিকা খোদ যুক্তরাষ্ট্র থেকেই প্রচন্ডভাবে সমালোচিত হয়েছে। লুইসের "The Children of Sanchez" রাজনৈতিক ঝড়ের সুত্রপাত করে। মার্কিন সরকার লুইসের দারিদ্র্যের সংস্কৃতি প্রকল্প মেক্সিকোর জনগনের সংস্কৃতিকে অবমাননা করেছে বলে অভিযুক্ত করে (Belshaw 1976)। লুইসের দারিদ্র্যের সংস্কৃতি প্রত্যয়টি একট উল্লেখযোগ্য সময়কাল ধরে নগর নৃবিজ্ঞানের আওতাধীন নগর দারিদ্র্য আলোচনায় একটি গুরউত্বপূর্ণ পঠন ও পাঠনের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকে। কিন্ত দারিদ্র্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণে, দারিদ্র্যকে সঠিকভাবে অনুধাবনে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণে এবং লুইসের দারিদ্র্যের সংস্কৃতি প্রত্যয়টির সূক্ষাতিসূক্ষ বিশ্লেষণের তাগিদ থেকে এর প্রত্যয়গত, তত্ত্বীয় ও পদ্ধতিগত নানা সীমাবদ্ধতার কথা সমালোচকেরা বেশ জোরের সাথে উল্লেখ করেন। অস্কার লুইস তার একাডেমিক জীবনের শুরউতে রেডফিল্ডের গ্রাম-নগর ধারাবাহিকতার প্রত্যয়টি অতি সাধারণীকরণ, অভিজ্ঞতা বিযুক্ত ও দৃঢ়ভাবে সংগঠিত নয় বলে যে সমালোচনা উপস্থাপন করেন পরবর্তীতে তার দারিদ্র্যের সংস্কৃতি মডেলটিকেও ঠিক একইভাবে সমালোচনা করা হয়। নৃবিজ্ঞানিক প্রত্যয়ের আলোকে লুইসের দারিদ্রের সংস্কৃতি মডেলটির ব্যাখ্যা এডউইন এমস্ এবং জুডিথ গুড (১৯৮৮) এর সমালোচনা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।[১] তবে, অস্কার লুইসের দারিদ্র্য সংস্কৃতি প্রত্যয়টির প্রবল সমালোচনা থাকলেও তার অন্যান্য কাজ যেমন কৃষক সমাজ ও বস্তি অধ্যয়নে তার উদ্ভাবিত তথ্য সংগ্রহ কৌশল, শহর অধ্যয়নে পরিবারকে বিশেষ গুরউত্ব আরোপ এবং একক ব্যক্তির জীবন চক্র অধ্যয়ন ইত্যাদিকে নৃবিজ্ঞানে লুইসের অনন্য অবদান হিসেবে অনেকেই মনে করে থাকেন।

৩.২. নৃবৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের আলোকে দারিদ্র্যের সংস্কৃতি

নৃবিজ্ঞানের চারটি প্রধান বিষয়বস্তু নগর নৃবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য। এগুলো হলো এথনোগ্রাফি, সমগ্রবাদ, তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং আপেক্ষিকতাবাদ (Edwin & Godde, 1988). লুইসের দারিদ্র্যের সংস্কৃতি প্রত্যয়কে আমরা উপরোক্ত ৪টি প্রবনতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

মেক্সিকো শহরে লুইসের গবেষনায় এথনোগ্রাফি কৌশল এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তিনি দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকান্ড এবং জীবন ইতিহাস উত্তরদাতাদের থেকে তুলে এনেছেন তবে সান জুয়ান এর গবেষণা কর্মটিতে এথনোগ্রাফিক বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট নয়। কারণ তিনি ঐ সম্প্রদায়ে ছিলেন না। মেক্সিকোর মত তথ্যদাতাদের সাথে তার সম্পর্ক ও প্রত্যক্ষ ছিল না (পূর্বোক্ত)।

সমগ্রবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে লুইসের কর্মটিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারন মডেল হিসেবে দেখা যেতে পারে। দারিদ্র্যের সংস্কৃতি ও বৃহত্তর সমাজের বহিঃ ব্যবস্থার মধ্যে যে বহুমুখী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন তা অনেকটাই অস্পষ্ট, তিনি দুটোকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ তিনি দরিদ্র জীবনের বিভিন্ন দিককে সংস্কৃতির অংশ বলে উল্লেখ করেছেন যা বহিস্থঃ সমাজেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন তিনি সংস্কৃতির লক্ষণ হিসেবে বেকারত্বের কথা বলেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো লুইস সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের আন্তঃ সম্পর্কের ব্যবস্থাগত বিশ্লেষণ না দিয়ে কতক লক্ষণের তালিকা দিয়েছেন এবং এভাবে তিনি দারিদ্র্যের সংস্কৃতিকে কতক বৈশিষ্ট্যের সিরিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বৃহত্তর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক উপেক্ষা করেছেন। তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, মেক্সিকো শহর ও সানজুয়ানের সমাজের সাথে তুলনা মুলক আলোচনায় দুটো স্থানের মধ্যকার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের কথা স্পস্ট করে উল্লেখ করেন নি। যেটি একটি নিয়ন্ত্রিত তুলনায় আবশ্যকীয় একটি বিষয়। একই সাথে তিনি তার মডেলটি ব্যাখ্যায় তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশগুলোকে সমরূপ ভেবে একদিকে এবং উন্নত দেশ হিসেবে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকে তার বিপরীতে অবস্থান দিয়ে এক ধরনের অতি সাধারণীকরণ ব্যাখ্যার অবতারণা করেন।

দারিদ্র্য বুঝতে 'সংস্কৃতি' প্রত্যয়টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লুইস বাল্যকালের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকেই সাংস্কৃতির transmission ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা হিসেবে দেখেছেন কিন্ত সাম্প্রতিক কালে সংস্কৃতির transmission এর এই প্রক্রিয়াকে একটি কেন্দ্রিয় গবেষণা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেটিকে লুইস বিবেচনা আনেননি।

সাম্প্রতিককালে সংস্কৃতিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এইমতে - সংস্কৃতিকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন যে, সংস্কৃতি হলো এক ধরনের কগনেটিভ মানচিত্র যা প্রকাশিত হয় প্রতীকের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন বেঁচে থাকার জন্য এক গুচ্ছ অভিযোজন

কৌশল হিসেবে। লুইস উপরোক্ত এই দুটো ব্যাখ্যার পরিবর্তে সংস্কৃতিকে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এক ধরনের জীবন ধারা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দারিদ্র্যের সংস্কৃতিকে মনন জগতের চিত্র হিসেবেই দেখেছেন। প্রজন্মভিত্তিক জীবন ধারার কার্বন কপি তিনি অঙ্কন করেন, যার মধ্যে জীবন ধারার মিথস্ক্রিয়াসমুহ রয়ে যায় অনুল্লেখিত। যেখানে দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজের (বিশেষ করে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কগনিটিভ (cognitive) এবং পরিবেশগত (ecological) এপ্রোচকে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, লুইস সেখানে সংস্কৃতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত এক ধরনের জীবনধারা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং দারিদ্র্য-সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির বহিঃস্থ উপাদানের আন্তঃসম্পর্ককে উপেক্ষা করেন। এথনোগ্রাফি উৎপাদনে নৃবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ সংস্কৃতিকে সীমায়িত (bounded) এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে দেখার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সতর্ক করে দিছে। এ প্রসঙ্গে ক্লিফোর্ডের (Clifford 1988:23) বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> An ambiguous multi-vocal world makes it increasingly hard to conceive of human diversity as inscribed in bounded, in dependent cultures.

৩.৩. আপেক্ষিকতাবাদ ও স্বজাতিকেন্দ্রিকতা

লুইসের হাইপোথিসিসে নৃবিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষন হাতিয়ার সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। তিনি স্বাজাত্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্যের সংস্কৃতিকে রূগ্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার বর্ণনায় বর্তমানে কি - তা আলোচনায় না এনে অভাববোধ এর বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। তাই মধ্যবিত্ত ধারণা থেকে তিনি বলতে চান- কি থাকা উচিত। লুইসের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংগঠনের অনুপস্থিতি দারিদ্রের সংস্কৃতির জন্ম দেয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত সুলভ ধ্যান ধারণায় আবিষ্ট থেকে তিনি সংগঠনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন দরিদ্ররা অসংগঠিতভাবে থাকে, তারা ফরমাল কাঠামোতে সংগঠিত নয়। অথচ নগর-নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইনফরমাল কাঠামো অনুসন্ধান করা যেগুলোর কোন প্রকার লেভেল থাকে না, লুইসের নিজের তথ্যেই প্রচুর সংগঠনের সন্ধান মেলে যেগুলোর কোন নাম নেই, অফিসার নেই, নেই কোন আর্কাইভ।

এ ধরনের স্বজাতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দরিদ্রদের পরিবারিক প্যার্টান ও ব্যক্তিত্বের ধরনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ও লক্ষ্য করা গেছে। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারে নারীকেন্দ্রিক গৃহস্থালীকে 'সাধারণ' পরিবার ধারণার বিপরীতে আংশিক বলে মন্তব্য করেন এবং একই সাথে নৃবৈজ্ঞানিক সাহিত্যে লক্ষণীয় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিরাজমান বিভিন্ন domestic ভিন্নতার কথা উপেক্ষা করেন। দরিদ্রদের ব্যক্তিত্বের ধরনেও তিনি দুর্বল ইগো কাঠামো, বর্তমান সময় কেন্দ্রিক ও অদৃশ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন যেগুলো মুলতঃ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর

মনোজাগতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে নির্মিত যেখানে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত দিকগুলোকে 'আদর্শিক' বলে ধরে নেওয়া হয়।

দারিদ্র্যের সংস্কৃতি ও নগর ধারণা

নগর নৃবিজ্ঞানের একটি বৃহত্তর আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে নগর-দারিদ্র্য এবং প্রথম দিককার নগর নৃবিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক তাগিদ ছিল নগরের বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবন সমেত তার সমাধানের পথ বাতলে দেয়া যেটি নৃবিজ্ঞানের এই উপ-বিভাগের ভবিষ্যৎ বিকাশ পথকে কিছুটা হলেও খর্ব করে বলে অনেকের ধারণা। কেননা দারিদ্র্য সম্পূর্নরূপে শহরে প্রপঞ্চ হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে গুলিক উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্য, বর্ণবাদ, যৌনতা এখনো বৃহত্তর সমাজের মৌল বৈশিষ্ট হিসেবে টিকে রয়েছে এগুলো কেবল মাত্র নগরকেন্দ্রিক কোন সমস্যা নয় (Gullick 1988)।

লুইস স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে, দারিদ্র্যের সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদের ফল যেখানে তিনি urban settings কে কোন গুরুত্বই দেন নি। তাঁর মতে যদি সনাতন কৃষি সমাজগুলো পুঁজিবাদী মডেল অনুসরন করে তা হলে সেখানেও দারিদ্র্যের সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটতে পারে। কিন্তু তার দারিদ্র্যের সংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণাটি নগর কেন্দ্রেই আলোচিত হয়েছে। সে জন্য তাঁর আলোচনাটি anthropology of urban industrial society বা শিল্পায়িত নগর সমাজ নৃবিজ্ঞানে পড়ে। এটি anthropology of city শহরের নৃবিজ্ঞান বা anthropology in cities শহরে নৃবিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। লুইসের তত্ত্বকে অনুসরন করে পরবর্তীতে হার্ভাড়ের অধ্যাপক ডেনিয়েল প্যাট্রিক মনিয়ান আমেরিকার কালো মানুষদের মধ্যে দারিদ্র্যের সংস্কৃতি সফলভাবে প্রয়োগ করেন।

লুইস, মনিয়ান অনুসৃত তাত্ত্বিক নির্মাণের প্রতিফলন পরবর্তীতে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বস্তুতঃ মানুষের মুল্যবোধ পরিবর্তন করে উন্নয়নের আকাশে উড্ডীন হবার যে প্রেসক্রিপশন তা শুভ ফল আনেনি। দারিদ্র্যের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ না করে কেবল আচার আচরণকে মূল ফলাফল হিসেবে ধরলে সমাজকাঠামোর আসল চেহারাটা অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। বিদ্যমান সমাজকাঠামো অপরিবর্তিত রেখে দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে তেমন সুখকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ চালসি ভ্যালেন্টাইন (১৯৬৮), লুইস মহিয়ানের মডেলকে আক্রমণ করে উপরোক্ত মতামতসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

ভ্যালেন্টাইনের মতে, মার্কিন সমাজে সাংস্কৃতিক মুল্যবোধের ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই। গরীব জনগণের মধ্যে প্রাধান্যকারী মূল্যবোধের অনুপস্থিতি তখনই ঘটে যখন কিছু অর্থনৈতিক সুবিধাদি থেকে তারা বঞ্চিত হয়, ফলে ভিন্নধর্মী মূল্যবোধের কারণে দরিদ্র জনগণ বিশেষ অবস্থায় পতিত হয়। সেজন্য ভ্যালেন্টাইন, সেমোর পার্কার ও রবার্ট ক্রেইনার

(১৯৭০) যুক্তি দেখান যে দরিদ্র জনগণ যুগপৎভাবে দুটো মূল্যবোধের অধিকারী হতে পারে, প্রথমতঃ বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসেবে দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্যের বস্তুগত অবস্থার কারণে দ্বিতীয় উপাদানটি জনগণের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বাধে।

উপসংহার

এ প্রবন্ধে অসকার লুইসের 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' প্রত্যয়ের আলোকে দারিদ্র্যের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের আলোকে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে, লুইস প্রস্তাবিত 'দরিদ্রতা একটি সার্বজনীন অবস্থা' বিষয়টি বিভিন্ন কারণে সমস্যাজনক। নৃজ্ঞিানের সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সংস্কৃতি কোন ভাবে বদ্ধ বা অপরিবর্তনীয় নয়। দারিদ্র্য কোন জনগোষ্ঠীর পরিচিতি হতে পারে না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নয় বরং বিদ্যমান আর্থ সামাজিক অবস্থাকে ঘিরে যে আর্ন্তজাতিক জাল 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশসমূহকে ঘিরে আছে, সে চক্রকে চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়েই 'দারিদ্র্য' কে বোঝা সম্ভব। মাজিদ রেহনেমাকে অনুসরণ করে আমরা ও বলতে চাই যে, গরীবদের দারিদ্র্য তাদের জীবনের কতক 'প্রয়োজনীয়' বিষয়ের 'অভাব' হিসেবে চিহ্নিত করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে কি প্রয়োজন এবং কার জন্য প্রয়োজন? এবং এই প্রয়োজনকে কারা সংজ্ঞায়িত করবে?

টীকা

১. অস্কার লুইসের দারিদ্র্য সংস্কৃতি প্রত্যয়টির প্রবল সমালোচনা থাকলেও তার অন্যান্য কাজ যেমন কৃষক সমাজ ও বস্তি অধ্যয়নে তার উদ্ভাবিত তথ্য সংগ্রহ কৌশল, শহর অধ্যয়নে পরিবারকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, এবং একক ব্যক্তির জীবনচক্র অধ্যয়ন ইত্যাদিকে নৃবিজ্ঞানে লুইসের অনন্য অবদান হিসেবে অনেকেই মনে করে থাকেন।

তথ্যসূত্র

Ahmed, Sharif Uddin, ed. (1991) *Dhaka: Past Present and Future.* Dhaka: Asiatic Soicty.

Basham, Richard (1978) *Urban Anthropology.* Mayfield Publishing Company.

Belshaw, C (1976) *The Sorceror's Apprentice: An Anthroplogy of Public Policy.* New York: Pergamon.

Clifford, J. (1988). *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art.* Cambridge: Harvard University Press.

Eames, Edwin and Judith Godde (1988) The Culture of Poverty, A Misapplication of Anthopology to Contemporary Issues. In *Urban*

Life (2nd edition) ed. George Gmelech and Walter P. Zenner, Aveland Press.

Escobar, A. (1995) *Encountering Development The Making and Unmaking of the Third World.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ferguson, J. (1990) *The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticisation and Bureaucratic Power in Lesotho.* Cambridge: Cambridge University Press.

Fox, Richard G. (1977) *Urban Anthtropology.* Prentice Hall.

George, M. S. (1990) *Urbanzation and Family and Change.* Bombay: Popular Prakashan.

Gulick, J. (1968) "The outlook, Ressearch Strategies and Relevance of urban Anthopology " E.Eddy (ed) urban Anthropology, University of Georgia Press PP 93-98 Athns, Georgia.

Gardner, K & Lewis. D (1996), Anthropology, Development and post modern Challenge, Pluto press, London.

Lewis, Oscar (1988) "Culture of Poverty", Urban life. (Second editttion) edited by George Gmelch and Walter P. Zenner, Waveland Press.

Parker, S. and R. Kleiner (1970) The Culture of Poverty: An Adjustive Dimension. *American Anthropogist*, 72.

Rahnema, M. (1992), Poverty. In *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, ed. W. Sach, London: Zed.

Valentine, C. () Culture and Poverty.